দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 16 JAN 1997 ...
পৃষ্ঠা ... 2 ...

কিশোরগঞ্জ জেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের

২০ হাজার শিক্ষার্থীর স্কুল ত্যাগ

কিশোরগঞ্জ হইতে সুধীর বসাক ॥ গত শিক্ষা বর্ষে জেলার ১৩টি থানার বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ২০ সহস্রাধিক ছাত্র-ছাত্রী বার্ষিক পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে নাই। অর্থাৎ বিদ্যালয়সমূহের বিভিন্ন শ্রেণীতে ভর্তির পর তাহারা পথিমধ্যে ঝরিয়া পড়িয়াছে। বিভিন্ন থানায় ঝরিয়া পড়া শিশুদের গড় হার শতকরা ৫ দশমিক ৫৫ ভাগ। এই তথ্য সরকারী সূত্রের। তবে বেসরকারী হিসাবে ইহাদের সংখ্যা আরও অনেক বেশী।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা যায়, গত শিক্ষাবর্ষে মোট ৩ লক্ষ ৫৫ হাজার ৪৮৬ জন ছাত্র-ছাত্রী জেলার ৮০৮টি সরকারী, ৪০৪টি রেজিষ্ট্রেশনপ্রাপ্ত ও ১৮৩টি রেজিষ্ট্রেশনবিহীন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণীতে ভর্তি হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে ২০ হাজার ৫২৬ জন শিশু বার্ষিক পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে নাই। কিশোরগঞ্জ সদর থানায় ভর্তিকৃত শিশুর সংখ্যা ছিল ৪৪ হাজার ৫১৭ জন এবং তন্মধ্যে বার্ষিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ হইতে বিরত থাকে ৩ হাজার ১১৬ জন। এই থানায় ঝরিয়া পড়া শিশুর হার শতকরা ৭ ভাগ। পাকুন্দিয়া থানায় ভর্তিকৃত এবং ঝরিয়া পড়া শিশুর সংখ্যা যথাক্রমে ৩৫ হাজার ৫৬৭ জন ও ২৯০ জন। এই থানায় ঝরিয়া পড়া শিশুর হার শতকরা শূন্য দশমিক ৮২ ভাগ। অষ্টগ্রাম থানায় ভর্তিকৃত ও ঝরিয়া পড়া শিশুর সংখ্যা যথাক্রমে ২০ হাজার ২৬৬ ও ২ হাজার ৭৭ জন। ঝরিয়া পড়া শিশুর হার শতকরা ১০ দশমিক ২৫ ভাগ। হোসেনপুর থানায় ভর্তিকৃত ও ঝরিয়া পড়া শিশুর সংখ্যা

(৮ম পৃঃ দ্রঃ)

(৩য় পৃঃ পর)

কিশোরগঞ্জ জেলায়

যথাক্রমে ২৮ হাজার ৯১৬ ও ৬৯৮ জন। ঝরিয়া পড়া শিশুর হার শতকরা ২ দশমিক ৪১ ভাগ। মিটামইন থানায় ভর্তিকৃত ও ঝরিয়া পড়া শিশুর সংখ্যা যথাক্রমে ১৫ হাজার ৩০৪ ও ১ হাজার ১৪ জন। ঝরিয়া পড়া শিশুর হার শতকরা ৬ দশমিক ৬২ ভাগ। কটিয়াদী থানায় ভর্তিকৃত ও ঝড়িয়াপড়া শিশুর সংখ্যা যথাক্রমে ৩৬ হাজার ৪০৯ ও ৯৫৬ জন। ঝড়িয়া পড়া শিশুর হার শতকরা ২ দশমিক ৬২ ভাগ। বাজিতপুর থানায় ভর্তিকৃত ও ঝড়িয়া পড়া শিশুর সংখ্যা যথাক্রমে ২৯ হাজার ৫৩০ ও ১ হাজার ৫০৫ জন। ঝড়িয়া পড়া শিশুর হার শতকরা ৫ দশমিক ১০ ভাগ। নিকলী থানায় ভর্তিকৃত ও ঝড়িয়া পড়া শিশুর সংখ্যা যথাক্রমে ১৪ হাজার ৭৯৬ ও ২৫৬ জন। সরিয়া পড়া শিশুর হার শতকরা ১ দশমিক ৭৩ ভাগ। তাড়াইল থানায় ভর্তিকৃত ও ঝড়িয়া পড়া শিশুর সংখ্যা যথাক্রমে ২০ হাজার ৯৪৩ ও ১ হাজার ৪৭ জন। ঝড়িয়া পড়া শিশুর হার শতকরা ৫ ভাগ। কুলিয়াবচর থানায় ভর্তিকৃত ও ঝড়িয়া পড়া শিশুর সংখ্যা যথাক্রমে ২৩ হাজার ২৫৪ ও ১ হাজার ১৬২ জন। ঝড়িয়া পড়া শিশুর হার শতকরা ৫ ভাগ। ভৈরব থানায় ভর্তিকৃত ও ঝড়িয়া পড়া শিশুর সংখ্যা যথাক্রমে ৩৪ হাজার ৬০১ ও ৬ হাজার ২২৮ জন। ঝড়িয়া পড়া শিশুর হার শতকরা ১৮ ভাগ। ইটনা থানায় ভর্তিকৃত ও ঝড়িয়া পড়া শিশুর সংখ্যা যথাক্রমে ১৬ হাজার ২০৬ ও ৪১৯ জন। ঝড়িয়া পড়া শিশুর হার শতকরা ২ দশমিক ৫৮ ভাগ। করিমগঞ্জ থানায় ভর্তিকৃত ও ঝড়িয়া পড়া শিক্ষর সংখ্যা যথাক্রমে ৩৫ হাজার ১৭৭ ও ১৭৫৮ জন। ঝড়িয়া পড়া শিশুর হার শতকরা ৫ ভাগ।

খোঁজ-খবর নিয়া জানা যায়, ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে অধিকাংশই দরিদ্র পরিবারের সন্তান এবং বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক ও বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ পাইলেও আনুষঙ্গিক অন্যান্য খরচ যোগাইতে অনেক অভিভাবককেই রীতিমত হিমসিম খাইতে হয়। অভাব অনটনের সংসারে শ্রম বিক্রয়ে বাধ্য হওয়ার কারণে অনেকে বিদ্যালয়ে ভর্তি হইয়াও বার্ষিক পরীক্ষা পর্যন্ত টিকিয়া থাকিতে পারে না। ইহাছাড়া জরাজীর্ণ বিদ্যালয় গৃহ, বসার উপকরণের অভাব, যাতায়াতে অসুবিধা প্রভৃতিও ছাত্র-ছাত্রীদের বিদ্যালয়ে গমনে অনীহার অন্যতম কারণ। সর্বোপরি বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের সহিত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দায়িত্ব পালনে অবহেলা ও অভিভাবকদের খাম-খেয়ালিপনার কারণেও প্রতি বছর উল্লেখযোগ্যসংখ্যক শিশু প্রাথমিক শিক্ষার স্তর অতিক্রম করিতে পারে না।